১৬

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ভর্তি পরীক্ষায় বৈষম্য

বোর্ডের পরীক্ষা থেকে ভর্তি পরীক্ষা এখন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার পর আর পূর্বের মত ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্রাম নেই। ছুটি নেই। নেই অবকাশ যাপনের অবসর। রাজধানী ঢাকায় এটা আজকাল প্রায় স্বাভাবিক চিত্র।

এসএসসি পরীক্ষা শেষ করেই ছুটতে হয় কোচিং সেন্টারে। পরীক্ষায় পাস করে ভাল কলেজে ভর্তি হতে হবে। সেখানেও প্রতিযোগিতা তীব্র। এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হলেও সেই একই তাড়া। এইচএসসি পাস করতে পারলে কেউ যাতে মেডিক্যাল কলেজে, কেউ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ বা অনার্স পড়ার আশা করছে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু কোথাও সহজ প্রবেশাধিকার নেই। কোথাও ঢুকতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে। তাই প্রস্তুতি চাই। এ প্রস্তুতির দায়িত্ব নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার এবং ইনস্টিটিউট। পত্রপত্রিকায় তাদের উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয়।

স্বাভাবিক কারণেই গ্রাম-গ্রামান্তরের ছাত্রছাত্রীরা এ খবর জানে না। আর জানা থাকলেও করার কিছু নেই। এ কোচিং ব্যয়সাপেক্ষ এবং গ্রাম-গ্রামান্তরে এ সুযোগ অনুপস্থিত। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় উচ্চশিক্ষা নিতে এসে প্রথমেই বিশেষ করে ঢাকার বাইরের ছাত্রছাত্রীদের এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। তবুও যে তারা আদৌ প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না তা নয়। তবে এরপরেও অসুবিধা আছে ভিন্ন ক্ষেত্রে। ভিন্ন সমস্যার জন্য।

মনে হয় রাজধানী ঢাকার কতিপয় কলেজে ভর্তি নিয়ে সৃষ্ট এ সমস্যাটি সম্পর্কে অনেক মহলই জ্ঞাত নয়। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে কতিপয় কলেজে ঢাকার ছাত্র এবং ঢাকার বাইরের ছাত্রদের ভর্তির শর্ত নিয়ে তারতম্য আছে। এ সকল কলেজে ভর্তি হতে হলে ঢাকার বাইরের ছাত্রদের ঢাকার ছাত্রদের চেয়ে অন্তত ৫০ নম্বর বেশী পেতে হয়। অর্থাৎ ঢাকার ছাত্রদের ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর ৭০০ হলে ঢাকার বাইরের ছাত্রদের হতে হবে ৭৫০। ফলে ঢাকার বাইরের অনেক মেধাবী ছাত্র শেষ পর্যন্ত এ সকল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনই করতে পারে না। অথচ অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও ঢাকার বাইরের যে ছাত্ররা ভাল ফল করল তাদেরই তো ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া সঙ্গত এবং কাম্য ছিল।

কিন্তু তেমনটি হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে। কেন হচ্ছে না এ নিয়ে কেউ কোনদিন প্রশ্ন না তুললেও এবার এসএসসি পরীক্ষার ফল বের হবার সম্ভাবনার খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠছে। ঢাকার বাইরের ছাত্রদের পক্ষ থেকে চিঠিপত্র প্রকাশিত হচ্ছে পত্রপত্রিকায়। জানতে চাওয়া হচ্ছে—সরকারী কলেজগুলোতেও কেন এ ধরনের বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে, ঢাকায় একটি মাত্র বেসরকারী কলেজে আছে ভিন্ন নীতি। এই কলেজ কর্তৃপক্ষ ঢাকার বাইরের ছাত্রদের সুযোগ দেবার জন্য ঢাকার ছাত্রদের চেয়ে ৫০ নম্বর কম পেলেও তাদের ভর্তির আবেদন করতে দিচ্ছে। কি কারণে অন্যান্য কলেজ ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে তা আদৌ বোধগম্য নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থা নিলেই ঢাকার বাইরের ছাত্ররা অন্তত বৈষম্যহীন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ পেতে পারে। আশা করব বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কিছু একটা করবেন।